SEMESTER-1
PAPER:CC-1
MODULE-3
পাঠ প্রণেতা: রাজু চন্দ

শাক্তপদে রামপ্রসাদ:-

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব কে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব সাহিত্যে যে কুল প্লাবনী জোয়ার দেখা দিয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাতে ভাটার টান লক্ষ্য করা যায়। সেই সময়কার সমাজ জীবনেও দেখা যায় অরাজকতা, গৌরীদান প্রথার মত নিন্দনীয় আনন্দ উৎসব ,সাধারণ মানুষের প্রতি রাজন্যবর্গের অত্যাচার ।অষ্টাদশ শতক এর এই ভয়ংকর অস্বস্তিকর মুহূর্তে শ্যামা সংগীত ও উমা সংগীতের পূর্ণ প্রদীপ হাতে নিয়ে আবির্ভূত হন সাধক কবি রামপ্রসাদ। পাঁচালী কীর্তনের পৌন:পুণিকতার বদলে দেখা দিল "প্রসাদী সুর " ।জনশ্রুতি আছে যে, শুবে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা স্বয়ং রামপ্রসাদের গান শুনে মুক্ত হয়েছিলেন।

কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদ সেনকে "কবিরঞ্জন" উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। শাক্তপদে রামপ্রসাদ প্রকৃতই ছিলেন গঙ্গার ভগীরথ । ভগীরথ যেমন গঙ্গাকে মর্তে প্রবাহিত করে মর্তবাসীর পিপাসা বিবৃত করেছিল ,তেমনি রামপ্রসাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্ধ সমাজকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তার দৃষ্টি শক্তি। শাক্তপদের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রামপ্রসাদ। শাক্তজগতে তিনি একাই যেন জয়দেব, চন্ডীদাস ও শ্রী গৌরাঙ্গ।

"শ্রী গৌরাঙ্গের ন্যায় জীবনব্যাপী একাগ্র সাধনা দ্বারা শাক্ত পদসাহিত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তিনি; জয়দেবের ন্যায় শাক্ত পদাবলীর বিশিষ্ট প্রতীক ,সুর, ছন্দ ,রূপ ও ঢং দিয়াছেন তিনি এবং চন্ডীদাসের ন্যায় ভাব সাধনার নব নব বৈচিত্র ও পরম গভীরতাও দিয়াছেন তিনি।"

শাক্তপদাবলীর এই শ্রেষ্ঠ কবির জন্ম হয়েছিল উত্তর ২৪ পরগনার হালিশহরের নিকটবর্তী কুমারহট্ট গ্রামে (আনুমানিক ১৭২০/ ২১ ---- ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে)। রামপ্রসাদই প্রথম দেবতা ও ভক্তের মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়ে বিশ্ববিধানের নিয়ন্ত্রীশক্তির সঙ্গে লাবন্যামৃত মাখিয়ে তাকে মা বলতে শেখালেন। তিনি প্রায় ৩০০ টি শাক্তপদ রচনা করেছিলেন ।তার রচিত পদাবলীতে প্রথম সন্তানের বাৎসল্যে ও স্নেহের কারাগারে জগৎ জননী বন্দী হলেন।

রামপ্রসাদের শাক্তপদ গুলিকে মোটামুটি ভাবে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়ে থাকে ।যথা-

ক আগমনী
খ বিজয়া
গ ভক্তের আকুতি

ক) আগমনী পর্যায়:- রামপ্রসাদ সাধক কবি হলেও ছিলেন সংসারী। তাই "আগমনী "পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে মাতা ও কন্যার সাংসারিক চিত্র এবং সেই সঙ্গে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থাও নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে । বিশেষ করে কৌলিন্য প্রথা ও বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক ভ্রষ্টাচার এবং সেই সঙ্গে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অসহায়তার এক করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে তার "আগমনী" পর্যায়ে। বাল্যকালে উমাকে বৃদ্ধ শিবের হাতে পাত্রস্থ করে এবং বৎসরান্তে একবার উমার সান্নিধ্য পেয়ে মা মেনকার মন বেদনায় দীর্ন হয়েছে।

উমার পিতৃগৃহে আগমনকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে রামপ্রসাদের "আগমনী" সংগীত। আর এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে বাঙালি মায়ের চিরন্তন স্নেহ ব্যাকুলতা । অল্প বয়সী কন্যাকে দরিদ্র স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে মা মেনকার মর্মবেদনা বাঙালি মায়ের মর্মবেদনায় রূপায়িত হয়েছে-

"গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না ।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না।"

মেনকার হৃদয়ে যে বাৎসল্যের জন্ম হয়েছে ,লোক নিন্দা তার কাছে তুচ্ছ ।এমনকি জামাইকে সমীহ করে চলাটা সেই যুগের সামাজিক রীতি হলেও মেনকা তার মর্মবেদনার কাছে পরাজিত হয়ে তা করতে পারেননি -

"যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়
এবার মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া, জামাই বলে মানব না।"

আসলে এই পর্যায়ের পদগুলিতে কোন সাধনতত্ত্বের প্রকাশ ঘটেনি, ঘটেছে গার্হস্থ্য জীবনের প্রকাশ।

খ) বিজয়ার পর্যায়:- মেনকা কন্যা উমা মাত্র তিন দিনের জন্য পিতৃগৃহে থেকে আবার স্বামী গৃহে ফিরে যাওয়ার জন্য রওনা হলে, কন্যার বিচ্ছেদে মা মেনকার মনে যে মর্মবেদনা সঞ্চারিত হয়; তাই হল "বিজয়ার" সংগীত। অপূর্ণ মাতৃ হৃদয়ের এই বেদনা রামপ্রসাদ তার পদে নিপূনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। শিব এসে উপস্থিত হয়েছে কন্যা উমাকে নিয়ে যাবার জন্য, একথা শোনা মাত্রই দিনের বেলায় মা মেনকার চোখে যেন অন্ধকার নেমে এসেছে -

"ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে ,ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
কি শুনি দারুন কথা, দিবসে আঁধার।"

কেবল এখানেই শেষ নয়, রামপ্রসাদের পদে ফুটে উঠেছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অসহায়তার চিত্র । সেই যুগে কেবল নারী নয়, পুরুষেরাও যে তাদের স্ত্রীকে ডাকতেন পুত্রকন্যাদীর নাম ধরে তাও এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে-

" বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল ,
বেরোও গনেশ মাতা ডাকে বারবার।"

বিজয়ার পদে "তনয়া" পরের ধন বুঝেও না বোঝার যে যন্ত্রনা বর্ণিত হয়েছে তা যে কোন সাহিত্যেই দুর্লভ। মেনকা রাজমহি কিন্তু রাজমহি শিশু লোক মেনকা রাজমহিষী কিন্তু রাজমহিষী সুলভ আভিজাত্য তার মধ্যে প্রকাশ পায়নি, বরং সে বাঙালি মায়ের জীবন আলেখ্য হয়ে উঠেছে । বাঙালির জীবনে "দশমী"র দিনটিকে নিয়ে যে যন্ত্রনা তা মধু কবি তার "মেঘনাদবধ" কাব্যে স্বর্ণলঙ্কার পঙ্কজ রবির অকালে অস্তমিত হবার সঙ্গে যেন মিলিয়ে দিয়েছেন-

" বিসর্জিব আজি,মা গো বিস্মৃতির জলে
(হৃদয় মন্ডপ হায়, অন্ধকার করি)
ও প্রতিমা।"

গ) ভক্তের আকুতি :- রামপ্রসাদ এই পর্যায়ে কবিত্বের সাথে ভক্তির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে প্রকৃতই শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হয়ে উঠেছেন। তার কাছে মায়ের মধুর স্নেহ কনার তুলনায় মুক্তিও যেন তুচ্ছ বলে মনে হয়েছে। রামপ্রসাদের পদে বিশ্ব জননী পরিণত হয়েছে ঘরের মা তে। এডওয়ার্ড থম্পসন তার "বেঙ্গলী লিরিকস" গ্রন্থের ভূমিকায় যথার্থই বলেছেন- ".....the latter side of saktaism is the one which is generally present in Ramprasad."

রামপ্রসাদের পদে এই জীবনদর্শনেরই প্রতিফলন ঘটেছে-

" জাক জমকে করলে পূজা, অহংকার হয় মনে মনে ।
তুমি লুকিয়ে তারে করবে পূজা, জানবে নারে জগজনে।।"

আসলে সাধনা ,ভক্তি ও কবিত্ব যখন এক সুতোয় গাথা হয় তখন বিবিধ পুষ্পের সম্ভারে নির্মিত হয় এক অপূর্ব মালা। "ভক্তের আকূতি" পর্যায়টিও ঠিক সেই রকম। যেখানে মায়ের প্রতি মান, অভিমান ,অভিযোগ যেমন আছে, তেমনি আছে অধিকার বোধ। আধ্যাত্মিক সাধনা অপেক্ষা অভিমানের বহিঃপ্রকাশ অধিক লক্ষ করা যায় রামপ্রসাদের "ভক্তের আকূতি" পর্যায়ে-

" মা আমায় ঘুরাবি কত।
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মতো।।"
এর পাশাপাশি সামাজিক বৈষম্যের দিকটিও ফুটে উঠেছে তার পদে-
"কেউ যায় মা পাল্কী চড়ে কেউ তারে কাঁধে করে।
কেউ গাঁয়ে দেয় শাল দোশালা কেউ পায় না ছেঁড়া টেনা।।"

দুঃখ দারিদ্র্য অন্যায় অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আবার কবি মায়ের প্রতি তীব্র অভিযোগ নিয়ে বলেছেন -

"মা গো তারা ও শংকরী
কোন অবিচারে আমার পরে করলে দুঃখের ডিগ্রী জারি?
এক আসামী ছয়টা প্যা, বল মা কিসে সামাই করি।"

রামপ্রসাদের শাক্তপদে যে গীতিধর্মীতারও প্রকাশ ঘটেছে উপরের পদটি তার উজ্জ্বল এক দৃষ্টান্ত। আবার অভাবের তাড়নায় কবি মায়ের কাছে জানিয়েছেন করুন আকুতি-

" আমায় দেও মা তবিলদারী
আমি নিমক হারাম নই শংকরী।
পদরত্ন ভান্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।"

রামপ্রসাদের পদে সাধনা ,তত্ত্বদর্শন থাকলেও "ভক্তের আকূতি" পর্যায়ে তাকে ছাপিয়ে গেছে ব্যক্তিগত অভাব অভিযোগ দুঃখ দারিদ্র্যের আর্তি।

ভাষা ,ছন্দ ,অলংকার, চিত্র নির্মাণ ও বিশিষ্ট বাকভঙ্গির প্রয়োগে রামপ্রসাদ প্রমাণ করেছেন যে, তিনি একান্তভাবে বাংলাদেশের কবি। মধ্যযুগের তানপ্রধান ছন্দের পরিবর্তে স্বরবৃত্ত ছন্দে তিনি কবিতা রচনা করেছেন। তিনি ছন্দের দক্ষতায় ছিলেন -"আধুনিক কালের অগ্রদূত" । রামপ্রসাদের কবি প্রতিভার মূল্যায়নে ড: অরুণ বসু যথার্থই বলেছেন-" রামপ্রসাদ জগজ্জননীর চরণে কেবল সাধনার বিল্বপত্রই অর্পণ করেননি, বেদনার রসে বাৎসল্যের তর্পণ করেছেন "। তার সৃষ্ট "প্রসাদী সুর" এর মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে যে আধুনিক যুগের সূত্রপাত ঘটেছিল তা বললে অত্যুক্তি হবে না।

সহায়ক গ্রন্থ:

১/বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত(১-৫)- অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়।
২/বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস(১-২)- সুকুমার সেন।
৩/ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা(১-২)- ভূদেব চৌধুরী।
৪/বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আদি ও মধ্যযুগ) - দেবেশ কুমার আচার্য।
৫/বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা (১-২) - গোপাল হালদার।